

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী - অভিমানী হও, তাহলে শীতল হয়ে যাবে, বিকারের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে, ফুলে পরিণত হবে"

"প্রশ্ন :-- বাপদাদা সমস্ত বাচ্চাদের কোন্ দুই বরদান দেন ? তা স্বরূপে আনার বিধি কি ?

উত্তর :-- বাবা সমস্ত বাচ্চাদের শান্তি আর সুখের বরদান দেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা শান্তিতে থাকার অভ্যাস করো । কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তাহলে তোমরা উত্তর দিও না । তোমাদের শান্ত থাকতে হবে । অপ্রয়োজনীয় বাজে বা ব্যর্থ কথা বোলো না । তোমরা কাউকেই দুঃখ দেবে না । মুখে শান্তির চুশিকারি রাখো, তাহলেই এই দুই বরদান স্বরূপে এসে যাবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কখনো সামনে থাকে, কখনো আবার দূরে চলে যায় । সামনে তারাই থাকে যারা স্মরণ করে, কেননা স্মরণের এই যাত্রাতেই সবকিছু নিহিত আছে । এমন বলাও হয় --- দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে । আত্মার নজর যায় পরমপিতার প্রতি, আর কিছুই তার ভালো লাগে না । তাঁর স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় । তাই নিজের প্রতি কতো সাবধানতা রাখা প্রয়োজন । স্মরণ না করলে মায়া বুঝতে পারে -- এর যোগ ছিল হয়েছে, তখন মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে । কিছু না কিছু ভুল কাজ করিয়ে দেয় । এমনভাবেই তারা বাবার নিন্দা করায় । ভক্তি মার্গে গাওয়া হয় --- বাবা, আমার তো এক আপনি দ্বিতীয় আর কেউই নেই । বাবা তখন বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু । কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করা - এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু লক্ষ্য । এতে খুব ভালো অভ্যাসের প্রয়োজন । নাহলে যারা উল্টো কাজ করে তারা নিন্দুক হয়ে যায় । তোমরা মনে করো, কারো মধ্যে ক্রোধ এলো, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করলো, তাহলেও তো তারা নিন্দা করালো, এতে অনেক সাবধানতা রাখতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকেও বুদ্ধি বাবার সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে । এমন নয় যে, সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । তা নয় । প্রয়াস করা উচিত - আমরা যেন দেহী - অভিমানী হতে পারি । দেহ ভাবে এলে কিছু না কিছু ভুল কাজ করে ফেলে, তাই বাবার নিন্দা করিয়ে দেয় । বাবা বলেন, এমন সদগুরু যারা নিন্দা করায়, তারা লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার যোগ্য হয় না, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে থাকো, এতে তোমরা খুবই শান্ত - শীতল হয়ে যাবে । পাঁচ বিকার সব দূর হয়ে যাবে । তোমরা বাবার থেকে অনেক শক্তি পাবে । তোমাদের কাজ - কারবারও করতে হবে । বাবা এমন বলেন না যে, কর্ম করো না । ওখানে তো তোমাদের কর্ম, অকর্ম হয়ে যাবে । কলিযুগে যে কর্ম হয় তা বিকর্ম হয়ে যায় । এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের শিখতে হয় । ওখানে শেখার কোনো ব্যাপার নেই । এখানকার শিক্ষাই ওখানে সাথে চলবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে বাহ্যমুখিতা ভালো নয় । তোমরা অন্তর্মুখী ভব । এমন সময়ও আসবে যখন বাচ্চারা, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে । বাবা ছাড়া আর কিছুই তোমাদের স্মরণে আসবে না । তোমরা যখন এসেছিলে তখন তোমাদের কারোর কথাই স্মরণে ছিলো না । গর্ভ থেকে যখন বাইরে এলে তখন জানতে পারলে - এই আমাদের মা - বাবা, ইনি অমুক । তাই এখন এমনভাবেই যেতে হবে । আমরা এক বাবারই, বাবা ছাড়া আর কেউই যেন বুদ্ধিতে না আসে । যদিও সময় আছে, তবুও পুরুষার্থ তো সম্পূর্ণ রীতিতে করতে হবে । এই শরীরের উপর তো কোনো ভরসা নেই । ঘরেও যেন খুব শান্তি থাকে, ক্লেশ যেন না থাকে, এমন চেষ্টাই তোমাদের করতে হবে । না হলে সবাই বলবে, এদের মধ্যে কতো অশান্তি । বাচ্চারা, তোমাদের তো সম্পূর্ণ

শান্ত থাকতে হবে । তোমরা তো শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার নিছো, তাই না । এখন তোমরা কাঁটার মধ্যে আছো । তোমরা এখন ফুলের মধ্যে নেই । এই কাঁটার মধ্যে থেকেই তোমাদের ফুলে পরিণত হতে হবে । তোমরা নিজেদের আরো বেশী কাঁটাতে পরিণত করো না । তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শান্ত থাকবে । কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তোমরা শান্তিতে থাকো । আত্মা তো শান্তই । আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের ওই ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবাও হলেন শান্তির সাগর । তিনি বলেন - তোমাদেরও শান্তির সাগর হতে হবে । তোমরা ফালতু ব্যর্থ কথায় অনেক ক্ষতি করে ফেলো । বাবা নির্দেশ দেন --- এমন কথা বলা উচিত নয়, এতে তোমরা বাবার নিন্দা করাও । শান্তিতে থাকলে কোনো নিন্দা বা বিকর্ম হয় না । বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আরো বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা নিজেরাও অশান্ত হয়ে না আর অন্যদেরও অশান্ত করো না । কাউকে দুঃখ দিলে আত্মা অশুশি হয় । অনেকেই আছে যারা লেখে যে -- বাবা, এ বাড়ীতে এলে তুমুল অশান্তি করে । বাবা লেখেন - তোমরা তোমাদের স্বধর্ম, শান্তিতে থাকো । হাতমতাই-এর কাহিনী আছে না ! ওদের বলেছিলো, তোমরা মুখে চুম্বিকাঠি দিয়ে দাও, তাহলে আওয়াজ বের হবে না । তোমরা কিছু বলতে পারবে না তখন ।

বাম্ভারা, তোমাদের শান্তিতে থাকতে হবে । মানুষ শান্তির জন্য অনেক ধাক্কা খায় । বাম্ভারা, তোমরা জানো যে, আমাদের মিষ্টি বাবা হলেন শান্তির সাগর । শান্তি করাতে করাতে তিনি তিনি এই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন । তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের পদকেও স্মরণ করো । ওখানে থাকেই এক ধর্ম, দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ওখানে থাকে না । সেই অবস্থাকেই বিশ্বের শান্তি বলা হয় । এরপর যখন অন্যান্য ধর্ম আসে তখন হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় । এখন কতটুকু শান্তি আছে ? তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের ঘর হলো ওটাই । আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত । এমন তো বলা হবে না যে, শরীরের স্বধর্ম হলো শান্ত । শরীর হলো বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী । যত সময় আত্মা ওখানে থাকে, তো কতো শান্ত থাকে । এখানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই অশান্তি, তাই মানুষ শান্তি চাইতে থাকে কিন্তু কেউ চাইলেই সদা শান্তিতে থাকবে এমন তো হতে পারে না । যদিও ৬৩ জন্ম এখানেই থাকে তবুও তো অবশ্যই আবারও আসতে হয় । নিজের সুখ - দুঃখের অভিনয় করে আবার চলে যাবে । এই নাটককে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধিতে রাখতে হবে ।

বাম্ভারা তোমাদেরও যেন খেয়াল থাকে যে, বাবা আমাদের সুখী আর শান্তির বরদান দেন । ব্রহ্মার আত্মাও সবকিছুই শোনে । সবথেকে কাছে তো এনার কান শোনে । এনার মুখ কানের কাছে । তোমাদের তো তাও কতো দূরে । ইনি চট করে শুনতে পান । সমস্ত কথাই ইনি বুঝতে পারেন । বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাম্ভারা ! মিষ্টি - মিষ্টি তো তিনি সবাইকেই বলেন, কারণ সকলেই তো বাম্ভা । যে সব জীবাত্মারা আছে তারা সবাই বাবার অবিনাশী সন্তান । এই শরীর তো বিনাশী । বাবা হলেন অবিনাশী । আত্মা বাম্ভারাও অবিনাশী । বাবা বাম্ভাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন - একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সুপ্রীম আত্মা বসে আত্মাদের বোঝান । বাবার ভালোবাসা তো আছেই । যত সব আত্মা আছে, সব তমোপ্রধান । এরা যখন ঘরে ছিলো সব সতোপ্রধান ছিলো । আমি কল্পে - কল্পে এসে সবাইকে শান্তির পথ বলে দিই । এখানে বর দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । এমন বলবেন না যে, ধনবান ভব, আমুগ্ধান ভব । তা নয় । সত্যযুগে তোমরা এমনই ছিলে কিন্তু আশীর্বাদ দেন না । তোমরা কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে না । বাবা হলেন বাবাও আবার টিচারও ---এই কথা তোমাদের স্মরণ করতে হবে । আহা ! শিববাবা

আমাদের বাবাও, টিচারও, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । বাবা বসেই আমাদের নিজের আর রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান, যাতে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাও । এ তো সম্পূর্ণ অলরাউন্ড চক্র । বাবা বোঝান যে, এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্যে আছে । রাবণ কেবলমাত্র লঙ্কাতে নেই । এ হলো বেহদের লঙ্কা । চারিদিকেই জল । সম্পূর্ণ লঙ্কা রাবণের ছিলো । এখন আবার রামের হচ্ছে । লঙ্কা তো সোনার ছিলো । ওখানে সোনা অনেক থাকে । এর উদাহরণও দেওয়া হয়, ধ্যানে গিয়ে সেখানে একটি সোনার ইট দেখেছিলো । এখানে যেমন মাটির ইট, ওখানে তা সোনার হবে । তাই মনে করে ওখানে সোনা নিয়ে যাবে । কেমন সব নাটক বানানো হয়েছে । ভারত তো অনেক নামিদামী, অন্য কোনো খণ্ডে এতো হীরে - জহরত থাকে না । বাবা বলেন যে, আমি গাইড হয়ে সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই । চলো বাচ্চারা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । আত্মা হলো পতিত, পবিত্র হওয়া ব্যতীত ঘরে ফিরে যেতে পারে না । পতিতকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবাই, তাই সকলেই এখন এখানে । একা ঘরে ফিরে কেউই যেতে পারে না । নিয়ম তা বলে না । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের আরো বেশী করে দেহ - অভিমানে আনবে । বাবাকে স্মরণ করতেই দেবে না । তোমাদের কিন্তু সাবধান থাকতে হবে । এই মায়ার উপরেই যুদ্ধ । চোখ অনেক ধোঁকা দিয়ে দেয় । এই দৃষ্টিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । দেখা যায় যে, ভাই - বোনেও দৃষ্টি ঠিক থাকে না, তাই এখন বোঝানো হয়, নিজেদের ভাই - ভাই মনে করো । এমনিতে সবাই বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু এর অর্থ কিছুই বোঝে না । ব্যাঙের ডাকের মতো কর্কশ ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, কিছুই অর্থ বোঝে না । এখন তোমরা প্রত্যেকটি কথার যথার্থ অর্থ বুঝেও গেছো ।

বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান যে, তোমরা ভক্তি মার্গেও প্রেমিক ছিলে, প্রিয়তমকে স্মরণ করতে । দুঃখের সময় সবার আগে তাঁকেই স্মরণ করে - হায় রাম ! হে ভগবান দয়া করো । স্বর্গে তো এমন কথা কখনোই বলবে না । সেখানে তো রাবণ রাজ্যই থাকে না । বাবা তোমাদের রামরাজ্যে নিয়ে যান, তাই তাঁর মতে চলা উচিত । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছো এরপর দৈবী মত পাবে । এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগকে কেউই জানে না, কেননা সবাইকেই বলা হয়েছে, কলিযুগ এখনো ছোটো বাচ্চা । এখনো লাখ বছর বাকি আছে । বাবা বলেন, এ হলো ভক্তির ঘোর অন্ধকার । জ্ঞান হলো প্রভাত । ড্রামা অনুসারে ভক্তির কথাও গাঁথা আছে, এ আবারও হবে । এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবানকে পেয়ে গিয়েছি তাই বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই । তোমরা বলো যে, আমরা বাবার কাছে যাই অথবা বাপদাদার কাছে যাই । এই কথা তো অন্য মানুষরা বুঝতে পারবে না । তোমাদের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যারা না থাকে, মায়া তাদের একদম গিলে ফেলে । কুমীর গোটা হাতিকে একদম খপ্প করে গিলে ফেলে । আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি, তারপর ভাগন্তি হয়ে যায় । পুরানোরা তো চলে গেছে, সেই বিষয়েও গায়নও আছে, খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া হারিয়ে দেয় । তারা বাবাকে লেখে -- বাবা, তুমি তোমার মায়াকে পার্টিও না । আরে, এই মায়া আমারই নয় । রাবণ তার নিজের রাজত্ব কায়ম করে, আমি এখন আমার রাজ্য স্থাপন করছি । এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । রাবণই হলো তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু । ওরা জানে যে, রাবণ হলো শত্রু, তাই প্রতি বছর তাকে জ্বালানো হয় । মহীশূরে দশহারা খুব বড় করে পালন করা হয়, কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । তোমাদের নাম হলো শিবশক্তি সেনা । ওরা আবার বানর সেনা নাম রেখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, বরাবর আমরা বানরের মতো ছিলাম, এখন রাবণের উপর জয়লাভের জন্য আমরা শিববাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করছি । বাবা এসেই

আমাদের রাজযোগ শেখান । এর উপর অনেক কথা বানানো হয়েছে । একে অমরকথাও বলা হয় । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অমরকথা শোনান । বাকি কোনো পাহাড় ইত্যাদির উপর বসে শোনান না । বলা হয়, শঙ্কর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন । শিব শঙ্করের চিত্রও রাখা হয় । মানুষ এই দুইকে মিলিয়ে দিয়েছে । এ সবই হলো ভক্তি মার্গের । দিনে - দিনে সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সতোপ্রধান থেকে সতো হয়ে গেলে দুই কলা কম হয়ে যায় । বাস্তবে ত্রেতাকেও স্বর্গ বলা যায় না । বাচ্চারা, বাবা আসেন তোমাদের স্বর্গবাসী বানাতে । বাবা জানেন যে, ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী কুল এই দুইই স্থাপন হচ্ছে । রামচন্দ্রকে ঋত্রিয়ের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে । তোমরা সকলেই তো ঋত্রিয়, যারা মায়াতে জয় করো । কম নম্বরে যারা পাস করে, তাদের চন্দ্রবংশী বলা হয়, এই কারণেই রামকে বাণ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছে । হিংসা তো ত্রেতাতেও থাকে না । এমন মহিমাও আছে ---রাম রাজা, রাম প্রজা----কিন্তু এই ঋত্রিয় ভাবের নিদর্শন দিয়ে দিয়েছে তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । এই হাতিয়ার ইত্যাদি থাকেই না । শক্তির জন্য কাটারি ইত্যাদি দেখানো হয় । মানুষ এইসব কিছুই বোঝে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই বাবাই আমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । অসীম জগতের পিতার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি যে প্রেম আছে, তা এই পৃথিবীর লৌকিক পিতার হওয়া সম্ভব নয় । তিনি ২১ জন্মের জন্য বাচ্চাদের সুখদায়ী করে দেন । তাহলে তো তিনি অতি প্রিয় বাবা হলেন, তাই না । কতো প্রিয় বাবা, যিনি তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন । তোমরা সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও । ওখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না । এখন এই কথা বুদ্ধিতে তো থাকা চাই । এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । এ কতো সহজ, কেবল মুরলী পড়ে শোনাতে হবে, তবুও বলে ব্রহ্মাণী প্রয়োজন । ব্রহ্মাণী ছাড়া ধারণা হয় না । আরে, সত্যনারায়ণের কথা তো ছোটো বাচ্চারাও মনে করে শোনাতে পারে । আমি তোমাদের রোজই বোঝাই, তোমরা অঙ্ক-কে (প্রথম অঙ্ককে স্মরণ করো, যা হল আল্লাহ বা বাবা) স্মরণ করো । এই জ্ঞান তো ৭ দিনে বুদ্ধিতে বসে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চারা তো ভুলে যায়, বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপা চাইবে না । বাবা, টিচার এবং গুরুকে স্মরণ করে নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে । মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে, চোখ বা দৃষ্টি ধোকা দেয়, একে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

২ ) অপ্রয়োজনীয় বা ব্যর্থ কথাবার্তা অনেক ঋতি করে দেয়, তাই যতটা সম্ভব শান্ত থাকতে হবে, মুখে চুম্বিকার্টি দিয়ে দিতে হবে । কখনোই উল্টোপাল্টা কথা বলবে না । না নিজে অশান্ত হবে আর না অন্যকে অশান্ত করবে ।

বরদান :-- অবিনাশী প্রাপ্তির আধারে সদা সম্পন্নতার অনুভব করে প্রসন্নচিত্ত ভব

সঙ্গমযুগে প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্ম প্রাপ্তি, বর্তমানের সামনে ভবিষ্যৎ কিছুই নয়, তাই তোমাদের গান হলো -- যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি -- এই সময়ের গান হলো কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে । এ হলো অবিনাশী প্রাপ্তি । এই প্রাপ্তিতে যদি সম্পন্ন থাকো তাহলে আচার ব্যবহার আর চেহারা সदा প্রসন্নতার বিশেষত্ব দেখা যাবে । যাই হোক না কেন, সর্ব প্রাপ্তিবান নিজের প্রসন্নতা ত্যাগ করতে পারে না ।

স্লোগান :-- পরমাত্ম প্রেমের অনুভাবী হলে কোনো বিঘ্নই পথ অবরুদ্ধ করতে পারবে না ।